Sanatan Dharma

রামকৃষ্ণ কথা

মন স্থির না হলে যোগ হয় না । সংসাররূপ হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে । ঐ দীপটি যদি আদপে না নড়ে, তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায় । কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত ।বস্তু বিচার করবে । মানুষের শরীরে কি আছে ---------রক্ত মাংস, চর্বি- নাড়িভুঁড়ি, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা এইসব । সেই শরীরের উপর আপন ভাবনা কেন ?
যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল -ফ্যালে । দেখলেই বুঝা যায় । যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে-- সব মনটি ডিমের দিকে ; উপরে নামমাত্র চেয়ে আছে ।
…………………………সূত্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত –শ্রীম'কথিত ।
****
*
ঈশ্বরের প্রতি কিরূপ মন চাই?
যেমন সতীর পতিতে, কৃপনের ধনেতে, বিষয়ীর বিষয়ে - - এরূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়।ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে আবদার কর। তিনি অবশ্যই দেখা দেবেন। তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়, সমাধি হয়। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয় - - তারপর আপনি হয় সমাধি। --------------------শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ
****
****

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন“ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়, আর ভোগ থাকলেই জ্বালা বাড়ে।” উনি দিনরাত আমাদের এই কথা শিখাতেন, বলতেন, "যাগে—যোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর সেবায় লাগবি।"
****
****
"" ব্রহ্ম কি জিনিস -- মুখে বলা যায় না । একজন বলেছিল --- সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই । এর মানে এই যে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে , কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই । তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই !
আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া , রমণ --------'যে কি আনন্দের তা মুখে বলা যায় না । যার হয়েছে সে জানে ।
সূত্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে সংকলিত ।
****
****

Published on: Oct, 12 2022 16:30